আজকের কাগজ

তারিখ ... 16 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

এসএসসি পরীক্ষা '৯৫-এর অতিরিক্ত ফি আদায় প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ একটি দরিদ্রতম দেশ। এ দেশে দরিদ্র ভূমিহীনের সংখ্যাই বেশি। শিক্ষিতের হার সত্যিকার অর্থে ২০% হবে কি-না সন্দেহ আছে। আর্থ-সামাজিক দূরবস্থা, শিক্ষানীতির বৈষম্য এবং শিক্ষাখাতে দুর্নীতিকে এজন্যে দায়ি করা যায়। কাগজ-কলম, বই-খাতার উচ্চ মূল্যের সাথে ছাত্রের বেতন ও অন্যান্য ফি বাবত খরচের নমুনা দেখে মনে হবে পড়া লেখা আজ টাকা কড়ি খেলায় পরিণত। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নবসংস্করণ। প্রাইভেট টিউশনীসহ নানাভাবে ছাত্র-অভিভাবকদের অর্থের শ্রাদ্ধ করতে হচ্ছে শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের অর্থলিপ্সু ফাঁদে পড়ে অভিভাবকগণ দিক বিদিক হারা। শেয়াল পণ্ডিতের নিকট গবেট কুমীরের সন্তানদের শিক্ষা লাভের করুণ কাহিনীর এ যেন বাস্তব প্রতিফলন

আগামী ২০ এপ্রিল '৯৫ ইং অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার জন্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি বিজ্ঞান বিভাগ নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্র প্রতি যথাক্রমে ৪৩০ টাকা ও ৫০৫ টাকা আর মানবিক বিভাগ নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্র প্রতি ৩৯০ টাকা ও ৪৬৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং উল্লিখিত অংকের বেশি ফি আদায়কে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ দাউদকান্দি থানার (অন্যান্য এলাকায় ও সমভিব্যাহারে চলছে বলে অনুমান করি) স্কুল কর্তৃপক্ষের পরস্পর যোগসাজসে প্রায় প্রতিটি স্কুলেই সকল নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বিভিন্ন ভূতুরে খাত দেখিয়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা (ন্যূনতম ব্যতিক্রমও হতে পারে) আদায় করছে। উল্লেখ্য যে, কর্তৃপক্ষ উক্ত অংকের অর্থ আদায় করলেও রশিদ প্রদান করছে না। আরেকটি মজার ঘটনা হল একই খাতে একাধিকবার 'ফি' আদায় করা হয়। যেমন পরীক্ষার ফি'র সঙ্গে সার্ক সনদ পত্রের ফি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রবেশ পত্র, মার্ক সনদপত্র প্রদানকালে আলাদা-আলাদাভাবে ৫০/১০০ টাকা থেকে ১৫০/২০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করে থাকে। এভাবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রী অভিভাবকগণ প্রতি নিয়ত প্রতারিত নিগৃহীত হচ্ছে যার ফলে অর্থের প্রাবল্যে ছাত্র-অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার্তক দেখা দিচ্ছে। এমন চলতে থাকলে জনগণ যেমন প্রতারিত হবে অন্যদিকে সরকারের গৃহীত শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। এহেন সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে শিক্ষা থেকে সকল দুর্নীতি বৈষম্য দূর করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গঠন লক্ষ্যে বিহিত ব্যবস্থাগ্রহণ অতি আবশ্যক। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

রতন চন্দ্র দেব নাথ
গ্রাম+ডাকঃ রায়পুর
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।